আকাইদ ও ফিকহ

ইবতেদায়ি

তৃতীয় শ্রেণি

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

প্রসঙ্গকথা

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধ, নৈতিকতা সম্পন্ন সুশিক্ষিত জনশক্তি প্রয়োজন। আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশিত পন্থায় ইসলাম ধর্মের বিশুদ্ধ আকিদা-বিশ্বাসের প্রতি দৃঢ় আস্থা অনুযায়ী জীবন গঠনের মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী সুনাগরিক তৈরি করা এবং জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখাই মাদ্রাসা শিক্ষার লক্ষ্য।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সামনে রেখে পরিমার্জন করা হয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষাধারার শিক্ষাক্রম। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে। সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও ধারণক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীর ইসলামি মূল্যবোধ থেকে শুরু করে দেশপ্রেম ও মানবতাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগ ও উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা ধারার শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে ইবতেদায়ি ও দাখিল স্তরের ইসলামি ও আরবি বিষয়ের সকল পাঠ্যপুস্তক। এতে শিক্ষার্থীদের বয়স, প্রবণতা, শ্রেণি, ধারণক্ষমতা ও পূর্ব অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বিশুদ্ধ ইমানের জন্য সহিহ্ আকিদা ও নির্ভুল আমল অতীব প্রয়োজন। এ বিষয়টিকে সামনে রেখে কুরআন মাজিদ ও হাদিস শরিফের দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে আকাইদ ও ফিকহ পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলা বানানের ক্ষেত্রে পাঠ্যবইটিতে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

একবিংশ শতকের অঙ্গীকার ও প্রত্যয়কে সামনে রেখে বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষজ্ঞ আলেম, কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ, শ্রেণিশিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রতিনিধির সমন্বয়ে সংশোধন ও পরিমার্জন করে পাঠ্যপুস্তকটি অধিকতর পরিশুদ্ধ করা হয়েছে, যার প্রতিফলন বর্তমান সংস্করণে পাওয়া যাবে। এতদ্‌সত্ত্বেও কোনো প্রকার ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে।

পুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, পরিমার্জন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। যাদের জন্য পুস্তকটি রচিত হলো তারা যদি উপকৃত হয় তবেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর মুহাম্মদ শাহ্ আলমগীর
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

সূচিপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আকাইদ

প্রথম অধ্যায়

আকাইদ, তাওহিদ, ইমান ও আল-আসমাউল হুসনা

পাঠ-১

আকাইদ (اَلْعَقَآئِدُ)

আকাইদ এর পরিচয়:

আকাইদ (عَقَآئِدُ) শব্দটি বহুবচন। একবচনে আকিদাতুন (عَقِيْدَةٌ)। আকিদা শব্দের অর্থ দৃঢ় বিশ্বাস।

ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহ মনেপ্রাণে সত্য বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করাকে আকাইদ বলে।

আকাইদ এর গুরুত্ব:

আকিদা বা বিশ্বাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আকিদা ঠিক না হলে কোনো ইবাদত আল্লাহ তাআলার নিকট কবুল হয় না। তাই আকিদার বিষয়গুলো জানা সকল মুসলমানের জন্য ফরজ।

পাঠ-২

তাওহিদ-(اَلتَّوْحِيْدُ)

তাওহিদ অর্থ একত্ববাদ। আল্লাহকে এক ও অদ্বিতীয় হিসেবে বিশ্বাস করার নামই তাওহিদ। তাওহিদের মূলকথা হলো, আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। তিনি এক, অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি সকল ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের মালিক। তাঁর সমান কেউ নেই। তাঁর সত্তা ও গুণের সাথে তুলনা করা যায় এমন কিছুই নেই। আমাদের ইবাদতের একমাত্র হকদার তিনি। আমরা শুধু তাঁরই ইবাদত করি এবং তাঁরই নিকট সাহায্য চাই।

কালিমা তায়্যিবা ও কালিমা শাহাদাতের মাধ্যমে আমরা তাওহিদ ও রিসালাতে ঘোষণা দিয়ে থাকি।

কালিমা তায়্যিবা - (اَلْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ)

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ.

অর্থ: আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসুল।

কালিমা ও তায়্যিবা শব্দ দু'টি আরবি। কালিমা অর্থ শব্দ । তায়্যিবা অর্থ পবিত্র। 'কালিমা তায়্যিবা' অর্থ পবিত্র বাক্য। পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তম কথা হচ্ছে কালিমা তায়্যিবা । কালিমা তায়্যিবার মাধ্যমে আমরা আল্লাহর একত্ববাদ ও আমাদের প্রিয়নবি হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রিসালাতের ঘোষণা দেই। এই কালিমা বিশ্বাস না করে কেউ মুসলমান হতে পারে না।

কালিমা শাহাদাত -(كَلِمَةُ الشَّهَادَةِ)

أَشْهَدُ أَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ .
অর্থ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক। তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসুল।

কালিমা ও শাহাদাত শব্দ দু'টি আরবি। কালিমা অর্থ শব্দ । আর শাহাদাত অর্থ সাক্ষ্য। 'কালিমা শাহাদাত' হলো এমন বাক্য, যা দ্বারা সাক্ষ্য দেওয়া হয়।

কালিমা শাহাদাত ইসলামের দ্বিতীয় কালিমা। এ কালিমা দ্বারা আমরা প্রথমত সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ আমাদের একমাত্র ইলাহ। তিনি আমাদের সকল ইবাদতের একমাত্র মালিক। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি একমাত্র হুকুমদাতা। তাঁর সকল হুকুম-আহকাম আমরা মেনে চলব। তাঁর আদেশের বিপরীতে অন্য কারো হুকুম মানব না।

দ্বিতীয়ত আমরা আরো সাক্ষ্য দেই যে, হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসুল। তিনি আমাদেরকে আল্লাহর নির্দেশমতো সুন্দরভাবে চলার পথ দেখিয়েছেন। আমরা তাঁর আনুগত্য করব এবং সকল কাজে তাঁকে অনুসরণ করব।

পাঠ-৩

ইমান - (اَلْإِيْمَانُ)

ইমান শব্দের অর্থ বিশ্বাস। ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো মনেপ্রাণে বিশ্বাস করার নাম ইমান।

আমাদের প্রিয় নবি হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন সে সকল বিষয়সহ তাঁকে সত্য বলে বিশ্বাস করাকে ইমান বলে।

ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো অন্তরে বিশ্বাসের পাশাপাশি মুখে স্বীকার করা এবং সে অনুযায়ী আমল করা আবশ্যক।

ইমানে মুজমাল-(اَلْإِيْمَانُ الْمُجْمَلُ)

أٰمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِأَسْمَآئِهٖ وَ صِفَاتِهٖ وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ أَحْكَامِهٖ وَأَرْكَانِهٖ ۔

অর্থ: আমি ইমান আনলাম আল্লাহর উপর ঠিক তেমনি, যেমন তিনি আছেন তাঁর সব নাম ও গুণাবলিসহ। আর তাঁর সকল হুকুম-আহকাম ও বিধি-বিধান গ্রহণ করলাম।

'ইমান' অর্থ বিশ্বাস, আর 'মুজমাল' অর্থ সংক্ষিপ্ত। ইমানে মুজমাল অর্থ সংক্ষেপে ইমানের প্রকাশ। ইমানে মুজমালের মাধ্যমে আমরা সংক্ষেপে আল্লাহর সকল নাম ও গুণাবলির প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন এবং তাঁর সকল বিধি-বিধান মেনে চলার ঘোষণা দেই।

ইমানে মুফাস্সাল-(اَلْإِيْمَانُ الْمُفَصَّلُ)

اٰمَنْتُ بِاللهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ.
অর্থ: আমি বিশ্বাস স্থাপন করলাম আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর রাসুলগণের প্রতি, শেষ দিবসের প্রতি, তাকদিরের ভালোমন্দ সবকিছু আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে এই কথার প্রতি এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি ।

'মুফাস্সাল' শব্দের অর্থ বিস্তারিত। ইমানে মুফাস্সাল বলতে বিস্তারিতরূপে ইমানের প্রকাশকে বুঝায়। ইমানে মুফাস্সালের মাধ্যমে আমরা আলাদাভাবে সাতটি মৌলিক বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপনের ঘোষণা দেই।

ইমানে মুফাস্সালে বর্ণিত এ সাতটি বিষয় হলো:

১। আল্লাহর প্রতি ইমান আনা ;

২। ফেরেশতাগণের প্রতি ইমান আনা ;

৩। আসমানি কিতাবের প্রতি ইমান আনা ;

৪। রাসুলগণের প্রতি ইমান আনা ;

৫। শেষ দিবসের প্রতি ইমান আনা ;

৬। তাকদিরের ভালোমন্দ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে এই কথার প্রতি ইমান আনা ;

৭। মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি ইমান আনা।

২০২৫

পাঠ-৪

আল-আসমাউল হুসনা- (اَلْأَسْمَآءُ الْحُسْنٰى)

মহান আল্লাহর অনেক সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে। এগুলোকে আল-আসমাউল হুসনা (اَلْأَسْمَآءُ الْحُسْنٰى) বলা হয়। হাদিস শরিফে আল্লাহর গুণবাচক ৯৯টি নাম পাওয়া যায়। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো।

আল্লাহর ২০টি সুন্দর নাম

গুণবাচক নাম	অর্থ	গুণবাচক নাম	অর্থ
اَلرَّحْمٰنُ	পরম করুণাময়	اَلْغَفَّارُ	অধিক ক্ষমাশীল
اَلرَّحِيْمُ	অসীম দয়ালু	اَلْعَلِيْمُ	মহাজ্ঞানী
اَلْمَالِكُ	অধিপতি	اَلسَّمِيْعُ	সর্বশ্রোতা
اَلْقُدُّوْسُ	মহাপবিত্র	اَلْبَصِيْرُ	সর্বদ্রষ্টা
اَلسَّلَامُ	শান্তিদাতা	اَلْحَيُّ	চিরঞ্জীব
اَلْمُؤْمِنُ	নিরাপত্তা দানকারী	اَلْقَيُّوْمُ	চিরস্থায়ী
اَلرَّزَّاقُ	রিজিকদাতা	اَلْوَدُوْدُ	প্রেমময়
اَلْعَزِيْزُ	মহা পরাক্রমশালী	اَلْكَبِيْرُ	মহান
اَلْجَبَّارُ	অসীম ক্ষমতাশালী	اَلْحَكِيْمُ	প্রজ্ঞাময়
اَلْخَالِقُ	সৃষ্টিকর্তা	اَلرَّءُوْفُ	অত্যন্ত স্নেহশীল

আমরা আল্লাহকে তাঁর মূল নামসহ এ সকল সুন্দর সুন্দর নামে ডাকব।

২০২৫

অনুশীলনী

১. আকাইদ অর্থ কী? আকাইদ কাকে বলে?

২. তাওহিদ অর্থ কী? তাওহিদ কাকে বলে?

৩. কালিমা তায়্যিবা অর্থসহ লেখ।

৪. কালিমা শাহাদাত অর্থসহ লেখ।

৫. কালিমা শাহাদাতের মাধ্যমে আমরা কী সাক্ষ্য দেই?

৬. ইমান কাকে বলে? ইমানে মুজমাল অর্থসহ লেখ।

৭. ইমানে মুফাস্সাল অর্থসহ লেখ।

৮. আল-আসমাউল হুসনা কাকে বলে?

৯. তোমার পাঠ্যবই থেকে আল্লাহ তাআলার গুণবাচক নামসমূহের মধ্য হতে যে কোনো পাঁচটি লেখ।

১০. শূন্যস্থান পূরণ কর:

ক) আকিদা শব্দের শাব্দিক অর্থ ----------- ।

খ) তাওহিদ অর্থ ----------- ।

গ) ইমান শব্দের অর্থ ----------- ।

ঘ) মুফাস্সাল শব্দের অর্থ ----------- ।

ঙ) আল্লাহর গুণবাচক নাম ----------- টি।

১১. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও:

ক) হজরত মুহাম্মদ (ﷺ) হলেন- সর্বপ্রথম নবি/সর্বশেষ নবি/একমাত্র নবি।

খ) ইমানে মুফাস্সালে রয়েছে- তিনটি/পাঁচটি/সাতটি বিষয়।

গ) 'আর রাহমানু' অর্থ- পরম করুণাময়/শান্তিদাতা/ মহাপরাক্রমশালী।

ঘ) 'আল ওয়াদুদু' অর্থ– প্রজ্ঞাময়/ অসীম দয়ালু/প্রেমময়।

ঙ) 'আল কাইয়ুম' অর্থ– চিরঞ্জীব/ চিরস্থায়ী/ অতি পবিত্র।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নবি-রাসুল ,আসমানি কিতাব, ফেরেশতা, আখেরাত ও তাকদির

পাঠ-১

নবি ও রাসুল (اَلنَّبِيُّ وَالرَّسُوْلُ)

নবি ও রাসুলের পরিচয়:

আল্লাহ তাআলা মানুষ ও জিন জাতিকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু মানুষ শয়তানের প্ররোচনায় আল্লাহকে ভুলে যায়। তখন মানুষকে আল্লাহর পরিচয় জানিয়ে দেওয়ার এবং তাদেরকে সরল সঠিক পথ দেখানোর জন্য যে সকল মহামানবকে আল্লাহ তাআলা মনোনীত করে পাঠিয়েছেন তাঁরা হলেন নবি ও রাসুল। যাদের নিকট নতুন শরিয়ত এসেছে তাঁরা হলেন রাসুল। আর যারা পূর্ববর্তী রাসুলের শরিয়ত অনুসরণ করে দ্বীন প্রচার করেছেন তাঁরা নবি।

যুগে যুগে অনেক নবি-রাসুল দুনিয়ায় এসেছেন। কুরআন মাজিদে তাঁদের ২৫ জনের নাম উল্লেখ রয়েছে। সর্বপ্রথম নবি হজরত আদম আলাইহিস সালাম এবং সর্বশেষ নবি ও রাসুল আমাদের প্রিয়নবি হজরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

দশজন প্রসিদ্ধ নবি-রাসুলের নাম:

হজরত আদম আলাইহিস সালাম	হজরত ইদরিস আলাইহিস সালাম
হজরত নুহ আলাইহিস সালাম	হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম
হজরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম	হজরত ইসহাক আলাইহিস সালাম
হজরত দাউদ আলাইহিস সালাম	হজরত মুসা আলাইহিস সালাম
হজরত ইসা আলাইহিস সালাম	হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

পাঠ-২
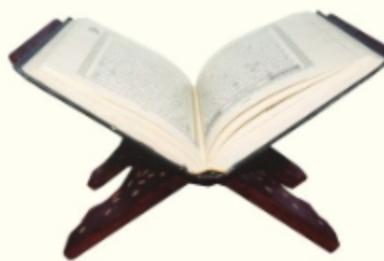
আসমানি কিতাব - (اَلْكُتُبُ السَّمَاوِيَّةُ)

মানবজাতিকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে রাসুলগণের নিকট যেসব কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলোকে আসমানি কিতাব বলে।

আসমানি কিতাব ১০৪ খানা। প্রধান কিতাব চারখানা। আর সহিফা ১০০ খানা। ছোট আকারের কিতাবকে সহিফা বলা হয়।

প্রধান চারখানা কিতাব:

১। তাওরাত ;

২। জাবুর ;

৩। ইনজিল ;

৪। কুরআন মাজিদ।

তাওরাত : হজরত মুসা আলাইহিস সালাম এর উপর অবতীর্ণ হয় ;

জাবুর : হজরত দাউদ আলাইহিস সালাম এর উপর অবতীর্ণ হয় ;

ইনজিল : হজরত ইসা আলাইহিস সালাম এর উপর অবতীর্ণ হয় ;

কুরআন মাজিদ: হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর অবতীর্ণ হয়।

সকল আসমানি কিতাবের উপর ইমান আনা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ। আসমানি কিতাবের উপর ইমান আনার অর্থ হলো, ঐ সকল কিতাবে যে সব বিধি-বিধান রয়েছে সেগুলোর সত্যতা মনে-প্রাণে মেনে নেওয়া এবং একথা বিশ্বাস করা যে, এসব আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিল হয়েছে।

পাঠ-৩

ফেরেশতা-(اَلْمَلٰٓئِكَةُ)

ফেরেশতা শব্দটি ফার্সি। আরবিতে 'মালাকুন' (مَلَكٌ), যার বহুবচন 'মালাইকাতুন (مَلٰٓئِكَةٌ)। মালাইকা বা ফেরেশতাগণ আল্লাহর সৃষ্ট এক বিশেষ জাতি। তাঁরা নুরের তৈরি। তাঁরা আল্লাহর নির্দেশে যখন যেমন ইচ্ছা সেরূপ আকৃতি ধারণ করতে পারেন। তাঁদের আহার-নিদ্রারও কোনো প্রয়োজন হয় না। আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত রেখেছেন। তাঁরা সবসময় আল্লাহর আদেশ মেনে চলেন। কখনো তাঁর অবাধ্য হন না। তাঁদের প্রকৃত সংখ্যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানেন না। ফেরেশতাদের মধ্যে চারজন প্রধান ও শ্রেষ্ঠ।

চারজন প্রধান ফেরেশতার নাম ও দায়িত্ব :

১। **হজরত জিবরাইল (عليه السلام)**: নবি-রাসুলগণের নিকট আল্লাহর বাণী পৌছান ;

২। **হজরত মিকাইল (عليه السلام)**: সকল জীবের রিজিক বণ্টন ও মেঘ-বৃষ্টি পরিচালনা করেন ;

৩। **হজরত আজরাইল (عليه السلام)**: আল্লাহর হুকুমে সকল প্রাণীর রূহ কব্‌জ করেন ;

৪। **হজরত ইসরাফিল (عليه السلام)**: শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলার হুকুমের অপেক্ষায় আছেন। তাঁর ফুৎকারে কিয়ামত হবে।

পাঠ-৪

আখেরাত-(اَلْاٰخِرَةُ)

দুনিয়ার জীবনই মানুষের একমাত্র জীবন নয়। মৃত্যুর পর তাদের জন্য রয়েছে এক অনন্ত জীবন। মৃত্যুর পরের এ জীবনকে আখেরাত বলে। আখেরাত বলতে কবরের জীবন, শিঙ্গায় ফুৎকার, মহাপ্রলয়, মৃত্যুর পর আবার জীবিত হওয়া, হাশর, হিসাব-নিকাশ, জান্নাত ও জাহান্নাম ইত্যাদি সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত।

হাশরের ময়দানে মানুষের ভালোমন্দের হিসাব নেওয়া হবে। এরপর যারা দুনিয়াতে ভালো কাজ করেছে তারা বেহেশতে যাবে। আর যারা খারাপ কাজ করেছে তারা দোজখে যাবে।

আখেরাতের উপর বিশ্বাস ইমানের অন্যতম মৌলিক বিষয়। যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না তারা মুমিন নয়।

পাঠ-৫

তাকদির-(اَلتَّقْدِيْرُ)

তাকদির (اَلتَّقْدِيْرُ) আরবি শব্দ। এর অর্থ নির্ধারণ করা। মহান আল্লাহ প্রত্যেক সৃষ্টির ভাগ্যে যা কিছু নির্ধারণ করে রেখেছেন তাকে তাকদির বলা হয়।

তাকদিরের উপর বিশ্বাস রাখা ইমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে যে, সৃষ্টির সকল বিষয় আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী হয়। প্রত্যেকের জন্ম-মৃত্যু, রিজিকসহ সকল বিষয় আল্লাহই নির্ধারণ করেন।

তাকদিরের উপর বিশ্বাস রাখা ফরজ। তাকদিরে কি আছে তা আমরা জানি না। তাই তাকদিরের প্রতি যেমন বিশ্বাস রাখতে হবে তেমনি সাধ্যতম কাজও করতে হবে।

অনুশীলনী

১. নবি ও রাসুল কাকে বলে? নবি ও রাসুলের মধ্যে পার্থক্য কী?

২. দশজন প্রসিদ্ধ নবি-রাসুলের নাম লেখ।

৩. সর্বপ্রথম নবি ও সর্বশেষ নবির নাম লেখ।

৪. আসমানি কিতাব কাকে বলে? আসমানি কিতাবের উপর ইমান আনার অর্থ কী?

৫. প্রধান চারখানা আসমানি কিতাবের নাম লেখ। এ চারখানা কিতাব কোন কোন নবির উপর নাজিল হয়?

৬. প্রধান ফেরেশতা কয়জন? তাঁদের কার কী দায়িত্ব?

৭. আখেরাত বলতে কী বুঝ?

৮. তাকদির কাকে বলে? তাকদিরের উপর বিশ্বাস রাখা কী?

৯. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও:

ক) সর্বপ্রথম নবি- মুসা (আ.) / দাউদ (আ.)/ আদম (আ.) ।

খ) সহিফা- ১০৪/১০০/২০৪ খানা।

গ) যারা আখেরাত বিশ্বাস করে না তারা- মুমিন/মুনাফিক/কাফির।

ঘ) তাকদির- বাংলা/ ফার্সি/আরবি শব্দ।

ঙ) তাকদির অর্থ– একত্ববাদ/ বিশ্বাস স্থাপন করা/ নির্ধারণ করা।

১০. শূন্যস্থান পূরণ কর:

ক) সর্বশেষ নবি ও রাসুল----------- ।

খ) ফেরেশতা শব্দের আরবি ----------- ।

গ) -----------সকল প্রাণীর রূহ কবজ করেন।

ঘ) আসমানি কিতাব ----------- খানা।

ঙ) তাকদির অর্থ ----------- ।

ফিকহ

তৃতীয় অধ্যায়

তাহারাত

পাঠ-১

তাহারাত ও অজু

তাহারাত-(اَلطَّهَارَةُ)

তাহারাত (اَلطَّهَارَةُ) শব্দের অর্থ পবিত্রতা অর্জন করা। শরিয়তের পরিভাষায় সব রকমের অপবিত্রতা হতে শরিয়তের নিয়ম অনুযায়ী পবিত্রতা অর্জন করাকে তাহারাত বলে।

পবিত্রতা ইমানের অঙ্গ। যারা পবিত্রতা অর্জন করেন আল্লাহ তাআলা তাদের ভালোবাসেন। পবিত্রতা অর্জন ছাড়া সালাত হয় না। পবিত্রতা মানুষকে শয়তানের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখে এবং কবর আজাব থেকে রক্ষা করে। পবিত্র থাকলে শরীর সুস্থ ও সতেজ এবং মন প্রফুল্ল থাকে।

পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম তিনটি। যথা: অজু, গোসল ও তায়াম্মুম।

অজু-(اَلْوُضُوْءُ)

অজুর পরিচয়

অজু (اَلْوُضُوْءُ) শব্দের অর্থ- পবিত্রতা অর্জন করা, সুন্দর ও উজ্জ্বল হওয়া। পরিভাষায়- পবিত্র পানি দিয়ে শরিয়তের নিয়ম অনুযায়ী তিনটি অঙ্গ তথা মুখমণ্ডল, হাত ও পা ধোয়া

এবং মাথা মাসেহ করাকে অজু বলে। অজু ইসলামের অন্যতম বিধান। সালাতের জন্য অজু আবশ্যক। কুরআন মাজিদ তেলাওয়াত এবং কাবা ঘরের তাওয়াফের জন্যও অবশ্যই অজু করতে হবে। অজু করলে শরীরের নির্দিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ময়লা দূর হয় এবং গোনাহ মাফ হয়। অজু সম্পর্কে মহানবি (ﷺ) বলেছেন : **অজু নামাজের চাবি আর সালাত বেহেশতের চাবি।**

অজুর ফরজ

অজুর ফরজ চারটি :

১. **সমস্ত মুখমণ্ডল ধৌত করা:** কপালের উপরিভাগে চুলের গোড়া থেকে থুতনির নিচ পর্যন্ত এবং এক কানের লতি থেকে অন্য কানের লতি পর্যন্ত সমস্ত মুখমন্ডল ধৌত করা ;

২. **উভয় হাত কনুইসহ ধৌত করা ;**

৩. **মাথার চারভাগের একভাগ মাসেহ করা ;**

৪. **উভয় পা টাখনুসহ ধৌত করা।**

অজুতে যেসব অঙ্গ ধৌত করতে হয় সেগুলোর কোনো একটির চুল পরিমাণ জায়গাও শুকনো থাকলে অজু হবে না।

অজু করার নিয়ম

পবিত্র পানি দিয়ে অজু করতে হয় :

- প্রথমে নিয়ত করে অজুর দোআ পড়তে হবে ;
- অতঃপর কব্জি পর্যন্ত দুই হাত তিনবার ধৌত করতে হবে ;
- তারপর তিনবার কুলি করতে হবে ;
- এরপর তিনবার নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করতে হবে ;

- ❖ এরপর পুরো মুখমণ্ডল তিনবার ধৌত করতে হবে ;
- ❖ তারপর উভয় হাত কনুইসহ তিনবার ধৌত করতে হবে ;
- ❖ তারপর ভিজা হাতে মাথা, ঘাড় ও কান একবার মাসেহ করতে হবে ;
- ❖ তারপর উভয় পা টাখনুসহ তিনবার ধৌত করতে হবে।

পাঠ-২

গোসল-(اَلْغُسْلُ)

গোসল (اَلْغُسْلُ) শব্দের অর্থ ধৌত করা, পরিস্কার করা। অপবিত্রতা দূর করার জন্য শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শরিয়তের নিয়ম অনুযায়ী ধৌত করাকে গোসল বলে। গোসলের মাধ্যমে শরীরের ময়লা ও নাপাকি দূর হয় এবং শরীর পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র হয়। নিয়মিত গোসল করা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। জুমার দিন ও দু'ঈদের দিন গোসল করা সুন্নাত। প্রতিদিন গোসল করা মুস্তাহাব। গোসলের সময় পানি অপচয় করা উচিত নয়।

গোসলের নিয়ম:

প্রথমে মনে মনে নিয়ত করবে যে, আমি পবিত্র হওয়ার উদ্দেশ্যে গোসল করছি। তারপর বিসমিল্লাহ বলে উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করবে ও আঙ্গুলসমূহ খিলাল করবে। মিসওয়াক করবে। গড়গড়াসহ কুলি করবে এবং নাকে পানি দিয়ে ভালোভাবে নাকের ভিতর পরিষ্কার করবে। সালাতের অজুর মতো অজু করবে। প্রত্যেক অঙ্গ তিনবার করে ধৌত করবে। মাথা মাসেহ করবে। উঁচু স্থানে থাকলে বা পায়ের নীচে পানি জমে না থাকলে অজুর সাথে পা ধুয়ে নেবে। তারপর সারা শরীরে তিনবার পানি

পৌঁছাবে। স্থান নীচু ও অপবিত্র হলে অথবা পায়ের নীচে পানি জমে থাকলে গোসলের পর পা ধৌত করবে।

পাঠ-৩

তায়াম্মুম-(اَلتَّيَمُّمُ)

তায়াম্মুম (اَلتَّيَمُّمُ) শব্দের অর্থ হলো ইচ্ছা করা বা সংকল্প করা। শরিয়তের পরিভাষায় পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে পবিত্র মাটি বা মাটি জাতীয় বস্তুর মাধ্যমে মুখমণ্ডল এবং উভয় হাত কনুইসহ মাসেহ করাকে তায়াম্মুম বলে।

তায়াম্মুম পবিত্রতা অর্জনে অজু ও গোসলের বিকল্প পদ্ধতি। পানি পাওয়া না গেলে অথবা পানি ব্যবহার করতে না পারলে অজু ও গোসলের পরিবর্তে পাক মাটি অথবা মাটি জাতীয় পবিত্র বস্তু দিয়ে তায়াম্মুম করতে হয়।

তায়াম্মুমের ফরজ:

তায়াম্মুমের ফরজ তিনটি। যথা :

১. নিয়ত করা ;

২. সমস্ত মুখমণ্ডল মাসেহ করা ;

৩. উভয় হাত কনুইসহ মাসেহ করা।

তায়াম্মুমের নিয়ম:

প্রথমে মনে মনে তায়াম্মুমের নিয়ত করবে। তারপর বিসমিল্লাহ বলে পবিত্র মাটি বা মাটি জাতীয় বস্তুর উপর উভয় হাত মেরে তা দিয়ে সমস্ত মুখমন্ডল মাসেহ করবে। এরপর আবার আগের মতো মাটিতে হাত মেরে তা দিয়ে উভয় হাত কনুইসহ মাসেহ করবে।

অনুশীলনী

১. তাহারাত কাকে বলে? পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম কয়টি ও কী কী?

২. ইসলামে পবিত্রতা অর্জনের গুরুত্ব কতটুকু?

৩. অজু কাকে বলে?

৪. অজুর ফরজসমূহ বর্ণনা কর।

৫. গোসল কাকে বলে?

৬. গোসলের নিয়ম লেখ।

৭. তায়াম্মুম কাকে বলে?

৮. তায়াম্মুমের ফরজ কয়টি ও কী কী?

১০. শূণ্যস্থান পূরণ কর :

ক) তাহারাত শব্দের অর্থ -----------।

খ) পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম -----------।

গ) অজু শব্দের অর্থ -----------।

ঘ) গোসল শব্দের অর্থ -----------।

ঙ) তায়াম্মুম শব্দের অর্থ -----------।

১১. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

ক) অজুর ফরজ– ৩টি/৪টি/৫টি।

খ) জুমার দিন গোসল করা– ফরজ/সুন্নাত/ওয়াজিব।

গ) তায়াম্মুমের ফরজ– ২টি/৩টি/৪টি।

ঘ) তাহারাত মানে– পবিত্রতা/ সুস্থতা/ কলুষতা।

ঙ) পবিত্রতা– ইমানের অংশ/ ইমানের মূল/ ইমানের স্তম্ভ।

চতুর্থ অধ্যায়

সালাত

পাঠ-১

সালাত আদায়ের উপকারিতা ও সালাত আদায় না করার পরিণাম

ইসলামের পাঁচটি ভিত্তির অন্যতম হলো সালাত। ইমানের পরই সালাতের স্থান। প্রিয় নবি (ﷺ) সালাতকে 'দ্বীনের খুঁটি' বলেছেন। একজন মুসলমানের জন্য দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা ফরজ।

সালাত আদায়ের উপকারিতা:

সালাতের মধ্যে অনেক উপকারিতা রয়েছে। সালাত আদায় করা আল্লাহর নির্দেশ। তাই সালাত আদায় করলে আল্লাহ খুশি হন। এতে বান্দা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে এবং পরকালীন মুক্তির পথ সুগম হয়। সালাত অশ্লীলতা ও পাপকাজ থেকে বিরত রাখে। অলসতা ও বিষণ্নতা দূর করে। ফলে এর মাধ্যমে শরীর ও মন ভালো থাকে। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করলে আল্লাহ পাঁচটি পুরস্কার দিবেন । যথা: ১. রিজিকের কষ্ট থাকবে না ; ২. কবরে আযাব হবে না ; ৩. হাশরের ময়দানে ডান হাতে আমলনামা পাবে ; ৪. পুলসিরাত তাড়াতাড়ি পার হতে পারবে ; ৫. বিনা হিসেবে জান্নাত লাভ করবে।

সালাত আদায় না করার পরিণাম:

শরিয়তসম্মত ওযর ছাড়া সালাত তরক করা জায়েজ নেই। ইচ্ছা করে সালাত আদায় না করা কবিরা গুনাহ। বিনা ওযরে সালাত ছাড়লে দোজখের শাস্তি ভোগ করতে হবে। নবি করিম (ﷺ) ইরশাদ করেছেন: **যে ইচ্ছাকৃত ফরজ সালাত ছেড়ে দিল সে কুফরি কাজ করল।**

পাঠ-২

সালাতের নিয়ত-(نِيَّةُ الصَّلٰوةِ)

নিয়ত হলো মনের ইচ্ছা বা সংকল্প। সালাত আদায়ের পূর্বে সালাতের নিয়ত করা ফরজ। মনে মনে নিয়ত করাই আসল নিয়ত। তবে নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা উত্তম। নিয়তের সময় ওয়াক্তের নাম, রাকাত সংখ্যা ও কোন প্রকার সালাত তা খেয়াল করতে হবে। নিয়ত শেষে তাকবিরে তাহরিমা তথা 'আল্লাহু আকবার' বলে সালাত শুরু করতে হবে।

ফজরের দু'রাকাত ফরজ সালাতের নিয়ত :

نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا إِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ.

অর্থ : আমি আল্লাহ্ তাআলার উদ্দেশ্যে ফজরের দুই রাকাত ফরজ সালাত কিবলামুখী হয়ে আদায় করার নিয়ত করলাম। আল্লাহু আকবার।

জোহরের চার রাকাত ফরজ সালাতের নিয়ত :

نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى أَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الظُّهْرِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا إِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ.

অর্থ : আমি আল্লাহ্ তাআলার উদ্দেশ্যে জোহরের চার রাকাত ফরজ সালাত কিবলামুখী হয়ে আদায় করার নিয়ত করলাম। আল্লাহু আকবার।

আসরের চার রাকাত ফরজ সালাতের নিয়ত :

نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى أَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْعَصْرِ
فَرْضُ اللهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا إِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ، اَللهُ أَكْبَرُ.

অর্থ : আমি আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে আছরের চার রাকাত ফরজ সালাত কিবলামুখী হয়ে আদায় করার নিয়ত করলাম। আল্লাহু আকবার।

মাগরিবের তিন রাকাত ফরজ সালাতের নিয়ত :

نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى ثَلَاثَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ
فَرْضُ اللهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا إِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ، اَللهُ أَكْبَرُ.

অর্থ : আমি আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে মাগরিবের তিন রাকাত ফরজ সালাত কিবলামুখী হয়ে আদায় করার নিয়ত করলাম। আল্লাহু আকবার।

এশার চার রাকাত ফরজ সালাতের নিয়ত :

نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى أَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ
فَرْضُ اللهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا إِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ، اَللهُ أَكْبَرُ.

অর্থ : আমি আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে এশার চার রাকাত ফরজ সালাত কিবলামুখী হয়ে আদায় করার নিয়ত করলাম। আল্লাহু আকবার।

ইমামের পিছনে সালাত আদায়কালে নিয়তে مُتَوَجِّهًا শব্দের আগে اِقْتَدَيْتُ بِهٰذَا الْإِمَامِ যোগ করতে হবে।

পাঠ-৩

সালাতের সময়-(أَوْقَاتُ الصَّلٰوةِ)

ফজর : সুবহে সাদিক থেকে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত ফজরের সালাতের সময় থাকে।

জোহর : যখন সূর্য মাথার উপর থেকে পশ্চিম দিকে একটু ঢলে পড়ে তখন জোহরের ওয়াক্ত শুরু হয়। মূল ছায়া বাদে কোনো বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত জোহরের সালাতের ওয়াক্ত থাকে।

শুক্রবার **জুমুআর** সালাতের ওয়াক্ত জোহরের সালাতের ওয়াক্তের অনুরূপ।

আসর : জোহরের সময় শেষ হওয়ার সাথে সাথে আসরের সময় শুরু হয়। সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত আসরের ওয়াক্ত থাকে। তবে সূর্য হলুদ রং ধারণ করার পর আসরের সালাত আদায় করা মাকরুহ।

মাগরিব : সূর্যাস্তের পর থেকে মাগরিবের সময় শুরু হয় এবং পশ্চিম আকাশে লাল আভা বিলীন হওয়ার পর সাদা আভা থাকা পর্যন্ত মাগরিবের সালাতের সময় থাকে।

এশা : মাগরিবের সালাতের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পর এশার ওয়াক্ত শুরু হয়। সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত এশার ওয়াক্ত থাকে। তবে মধ্যরাতের পূর্বে এশার সালাত আদায় করা উত্তম।

শিক্ষক নির্দেশিকা :

শিক্ষক অনুশীলনের মাধ্যমে সালাতের নিয়ত ও সময় ভালোভাবে বুঝিয়ে দিবেন। বিশেষ করে পাঁচ ওয়াক্তের ফরজ সালাতের নিয়তসমূহ শেখাবেন। ওয়াক্ত, ধরন ও রাকাতভেদে নিয়তের মধ্যে যে তারতম্য হয় তা শিখিয়ে দিবেন।

পাঠ-৪

সালাতের ফরজসমূহ - (فَرَآئِضُ الصَّلٰوةِ)

সালাতের ফরজ মোট ১৩টি। এ ফরজসমূহের মধ্যে ৭টি সালাতের পূর্বে আদায় করতে হয়। এগুলোকে আহকাম বলে। আর ৬টি সালাতের ভিতরে আদায় করতে হয়। এগুলোকে আরকান বলে।

সালাতের আহকাম ৭টি :

১. শরীর পবিত্র হওয়া;
২. সালাতের জায়গা পবিত্র হওয়া;
৩. কাপড় পবিত্র হওয়া;
৪. সতর ঢাকা;
৫. কিবলামুখী হওয়া;
৬. ওয়াক্ত হওয়া;
৭. নিয়ত করা।

সালাতের আরকান ৬টি :

১. তাকবিরে তাহরিমা বলা;
২. কিয়াম তথা দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা;
৩. কিরাত তথা কুরআন মাজিদ তেলাওয়াত করা;
৪. রুকু করা;
৫. সাজদা করা;
৬. শেষ বৈঠক করা।

পাঠ- ৫

তাশাহ্হুদ, দরুদ শরিফ, দোআ মাছুরা ও দু'টি দোআ

সালাতের ভিতরে প্রথম বৈঠকে শুধু তাশাহ্হুদ এবং শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ, দরুদ ও দোআ মাছুরা পড়তে হয়।

তাশাহ্হুদ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ
وَرَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ. اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ.
أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.

দরুদ শরিফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى إِبْرَاهِيْمَ
وَعَلٰٓى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ . اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ
مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ،إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

দোআ মাছুরা

اَللّٰهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ

فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

দু'টি দোআ

সালাত শেষে মুনাজাতের জন্য কুরআন মাজিদ থেকে দু'টি দোআ নিম্নে দেওয়া হলোঃ

১

رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

অর্থঃ হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে দুনিয়াতে ও আখেরাতে কল্যাণ দান কর। আর আমাদেরকে দোযখের শাস্তি থেকে বাঁচাও। (আল বাকারাহ-২০১)

২

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ.

অর্থঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নিজেদের উপর জুলুম করেছি। যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা ও দয়া না কর, তবে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবো। (আল আরাফ-২৩)

শান্তি মনে সালাত পড়ি + দু'হাত তুলে দোআ করি।

২০২৫

অনুশীলনী

১. সালাত আদায়ের উপকারিতা বর্ণনা কর।

২. সালাত আদায় না করার পরিণতি উল্লেখ কর।

৩. সালাতের ওয়াক্তসমূহ আলোচনা কর।

৪. সালাতের আহকাম ও আরকান কয়টি ও কী কী?

৫. ফজরের দু'রাকাত ফরজ সালাতের নিয়ত আরবিতে লেখ।

৬. তাশাহ্হুদ বল।

৭. দরুদ শরিফ বল।

৮. দোআ মাছুরা বল।

৯. সালাত শেষে পড়ার একটি দোআ অর্থসহ লেখ।

১০. **সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :**

ক) সালাত ইসলামের– দ্বিতীয় স্তম্ভ/ তৃতীয় স্তম্ভ/ পঞ্চম স্তম্ভ।

খ) সুবহে সাদিক থেকে সূর্য উঠার আগ পর্যন্ত–
এশার সময়/ ফজরের সময়/ তাহাজ্জুদের সময়।

গ) সালাতের ফরজ মোট– ১৩টি/ ১৪টি/ ১৫টি।

ঘ) সালাতের আহকাম মোট– ৬টি/ ৭টি/ ৮টি।

ঙ) সালাতের আরকান মোট– ৫টি/ ৬টি/ ৭টি।

১১. **শূন্যস্থান পূরণ কর :**

ক) সালাত -----------ও ----------- দূর করে।

খ) পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করলে আল্লাহ ----------- পুরস্কার দিবেন।

গ) মূল ছায়া বাদে কোনো বস্তুর ----------- পর্যন্ত জোহরের সময় থাকে।

ঘ) সালাতের ফরজ -----------।

ঘ) কিয়াম তথা -----------।

পঞ্চম অধ্যায়

আখলাক ও দোআ

পাঠ-১

আখলাকে হাসানাহ (اَلْأَخْلَاقُ الْحَسَنَةُ)

আখলাকে হাসানাহ এর পরিচয় ও গুরুত্ব:

আখলাক (أَخْلَاقٌ) শব্দটি আরবি। এটি বহুবচন। একবচনে খুলুকুন (خُلُقٌ)। এর অর্থ- চরিত্র। আর হাসানাতুন (حَسَنَةٌ) শব্দের অর্থ- সুন্দর। অতএব আখলাকে হাসানাহ অর্থ হলো- সুন্দর চরিত্র বা উত্তম চরিত্র। ইসলামের দৃষ্টিতে প্রশংসনীয় ও উন্নত চারিত্রিক গুণাবলিকে আখলাকে হাসানাহ বলা হয়। সততা, সত্যবাদিতা, একনিষ্ঠতা, আমানতদারিতা, দয়া, ন্যায়পরায়ণতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি আখলাকে হাসানার অন্তর্ভুক্ত।

মানব জীবনে আখলাকে হাসানার গুরুত্ব অপরিসীম। যার আখলাক যত সুন্দর মানুষের কাছে সে তত প্রিয়। আমাদের প্রিয়নবি (ﷺ) ছিলেন সর্বোত্তম আদর্শের অধিকারী। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন, **"হে নবি! নিশ্চয় আপনি সুমহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত আছেন।" (আল ক্বালাম: ০৪)**

মহানবি (ﷺ)-এর জীবন আমাদের জন্য আখলাকে হাসানার সর্বোত্তম নমুনা। আমরা তাঁর আদর্শ অনুসরণে আমাদের জীবন গঠন করব।

পাঠ-২

সততা ও নিষ্ঠা-(اَلصِّدْقُ وَالْإِخْلَاصُ)

সততা :

সততা মানব চরিত্রের সবচেয়ে উত্তম গুণ। সততা মানে সব সময় সত্যের উপর বহাল থাকা, সত্য কথা বলা, সুপথে চলা। সততার আরবি 'আস সিদকু' (اَلصِّدْقُ)। আমাদের প্রিয়নবি হজরত মুহাম্মদ (ﷺ) সব সময় সত্য কথা বলতেন। এজন্য তাঁকে সবাই 'আল-আমিন', 'আস সাদিক' বলে ডাকত। প্রিয়নবি (ﷺ) বলেছেন, **"তোমরা সবসময় সত্য কথা বলবে। কেননা সত্য পুণ্যের পথে নিয়ে যায়। আর পুণ্য জান্নাতে নিয়ে যায়।"**

আমরা সর্বদা সত্য কথা বলব। কখনো মিথ্যা কথা বলব না। মিথ্যাবাদীকে সকলেই ঘৃণা করে। কেউ তাকে ভালোবাসে না।

সদা সত্য কথা বলব
কখনো মিথ্যা কথা বলব না।

নিষ্ঠা:

নিষ্ঠা একটি উত্তম গুণ। নিষ্ঠা শব্দের আরবি আল ইখলাস (اَلْإِخْلَاصُ)। যে কোনো আমল আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হতে হলে সে কাজে ইখলাস বা নিষ্ঠা অবশ্যই থাকতে হবে। খালিসভাবে কাজ করলে আল্লাহ তা কবুল করেন। পার্থিব কাজে সফলতা লাভেও নিষ্ঠার গুরুত্ব অপরিসীম।

পাঠ-৩

বড়দের প্রতি সম্মান-(اَلْإِحْتِرَامُ إِلَى الْكِبَارِ)

বড়দের প্রতি সম্মান দেখানো একটি উত্তম গুণ। প্রিয়নবি (ﷺ) বলেছেন, "যে ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের সম্মান করে না সে আমার দলভুক্ত নয়।" সুতরাং আমরা বড়দের সম্মান করব।

মাতা-পিতা আমাদের সবচেয়ে আপনজন। আমাদের সুখের জন্য তাঁরা কতইনা কষ্ট করেন। আমরা মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করব। তাদের সাথে সুন্দর সুন্দর কথা বলব। তাঁদের সালাম দিব এবং শ্রদ্ধা করব।

তাঁদের সকল আদেশ-উপদেশ মেনে চলব। তাঁদের কাজে সবসময় সহযোগিতা করব। কখনো তাঁদের মনে কষ্ট দিব না। অসুস্থ হলে মন-প্রাণ দিয়ে সেবা করব।

মাতা-পিতার মতো শিক্ষকগণও আমাদেরকে ভালো মানুষ করার জন্য অনেক কষ্ট করেন। আমাদের অনেক ভালোবাসেন, স্নেহ করেন। আমরা শিক্ষকের আদেশ-উপদেশ মেনে চলব। তাঁদের সালাম দিব এবং শ্রদ্ধা করব। তাঁদের সাথে আদবের সাথে কথা বলব। কখনো বেয়াদবি করব না।

যারা আমাদের বয়সে বড় তাঁদের সাথে ভালো ব্যবহার করব। সকলকে শ্রদ্ধা করব। দেখা হলে প্রথমে সালাম দিব। আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশী সকলের সাথে সবসময় সদ্ব্যবহার করব।

পাঠ-৪

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা-(اَلنَّظَافَةُ)

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্থ পায়খানা-পেশাব ও অন্যান্য নাপাকি থেকে শরীর এবং কাপড় পবিত্র রাখা। ইসলাম পরিচ্ছন্নতার ধর্ম। প্রিয়নবি (ﷺ) বলেছেন, "পবিত্রতা ইমানের অঙ্গ"। অন্য হাদিসে আছে, "নিশ্চয় আল্লাহ পরিচ্ছন্ন। পরিচ্ছন্নতাকে তিনি পছন্দ করেন"। প্রিয়নবি (ﷺ) আরো বলেছেন, "পরিচ্ছন্নতা ইমানের প্রতি আহ্বান করে"। একজন মুসলমান হিসেবে আমাদের সবসময় পরিচ্ছন্ন থাকা, নিয়মিত শরীর ও জামা কাপড় পরিষ্কার রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে মন পবিত্র ও প্রশান্ত থাকে। শরীরও নানা রোগ থেকে মুক্ত থাকে।

পাঠ-৫

দেশপ্রেম-(حُبُّ الْوَطَنِ)

দেশপ্রেম অর্থ দেশকে ভালোবাসা, স্বদেশ ও জন্মভূমিকে ভালোবাসা। নিজের দেশের উন্নতি ও কল্যাণ কামনা করা। দেশের ভালোর জন্য চেষ্টা করা এবং শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করা। এর নাম দেশপ্রেম। দেশপ্রেম ইমানের অঙ্গ। আমাদের প্রিয় নবি হজরত মুহাম্মদ (ﷺ) তাঁর দেশ পবিত্র মক্কা নগরীকে মনে-প্রাণে ভালোবাসতেন। আমরাও মহানবি (ﷺ)-এর মতো আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশকে মনে-প্রাণে ভালোবাসব। দেশের কল্যাণের জন্য কাজ করব। দেশের মানুষকে ভালোবাসব। দেশের সম্পদ রক্ষা করব। দেশের ক্ষতি হয় বা দেশের সুনাম বিনষ্ট হয় এমন কাজ কখনো করব না।

অনুশীলনী

১. আখলাকে হাসানাহ কাকে বলে?

২. মহানবি (ﷺ)-এর সুমহান চরিত্র সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কী বলেছেন?

৩. সততার গুরুত্ব আলোচনা কর।

৪. বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন সম্পর্কে মহানবি (ﷺ) কী বলেছেন?

৫. আমরা কিভাবে মাতা-পিতার প্রতি সম্মান দেখাব?

৬. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বলতে কী বোঝায়?

৭. দেশপ্রেম কাকে বলে?

৮. দেশের মাটি ও মানুষের প্রতি কিভাবে তোমার ভালোবাসা প্রকাশ করবে?

৯. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

ক) আখলাক শব্দটি- একবচন/ দ্বিবচন/ বহুবচন।

খ) সততার আরবি- আসসিদকু/ আলহামদু/ আন নাজাফাতু।

গ) হাসানাতুন শব্দের অর্থ- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা/ দেশপ্রেম/ সুন্দর।

ঘ) নিষ্ঠা শব্দের আরবি- এখলাস/এহসান/এতায়াত।

ঙ) আখলাক শব্দের একবচন– خُلُقٌ/خَلَاقٌ/خُلُوْقٌ

১০. শূন্যস্থান পূরণ কর :

ক) সত্য ---------- পথে নিয়ে যায়, ---------- জান্নাতে নিয়ে যায়।

খ) কখনো ---------- বলব না।

গ) মাতা-পিতা আমাদের সবচেয়ে ----------।

ঘ) নিশ্চয় আল্লাহ ----------, তিনি ---------- ভালোবাসেন।

ঙ) দেশপ্রেম ---------- অঙ্গ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

দোআ

পাঠ-১

মাসনুন দোআর পরিচয়

দোআ সকল ইবাদতের মূল। আল্লাহ তাআলা চান বান্দা তাঁর নিকট চাইবে। আল্লাহর নিকট চাইলে আল্লাহ খুশী হন। আমরা দোআ করলে তিনি তা কবুল করেন। কুরআন মাজিদে অনেক সুন্দর সুন্দর দোআ রয়েছে। আমাদের প্রিয়নবি (ﷺ)ও অনেক দোআ শিখিয়ে গেছেন। হাদিসে নববিতে আমরা এগুলো পেয়ে থাকি। পবিত্র হাদিসে বর্ণিত প্রিয়নবি (ﷺ)-এর শেখানো দোআসমূহকে মাসনুন দোআ বলা হয়।

আমরা কখন কোন দোআ পড়ব প্রিয়নবি (ﷺ) তা বলে দিয়েছেন। আমরা মহানবি (ﷺ)-এর শেখানো দোআগুলো জানব এবং নিয়মিত পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলব।

পাঠ-২

কয়েকটি মাসনুন দোআ

মসজিদে প্রবেশের সময় যে দোআ পড়তে হয়

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ ، اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْٓ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

অর্থ: আল্লাহর নামে (প্রবেশ করছি)। আর সালাত ও সালাম রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি। হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দাও।

মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় যে দোআ পড়তে হয়

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْٓ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.

অর্থ: আল্লাহর নামে (বের হচ্ছি)। আর সালাত ও সালাম রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি। হে আল্লাহ! আমি তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি।

অজুর পর যে দোআ পড়তে হয়

أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ، وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ، سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وأَتُوْبُ إِلَيْكَ.

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক। তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয় হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর বান্দা ও রাসুল। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর এবং আমাকে পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর। হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসাসহ তাসবিহ করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করছি।

প্রস্রাব-পায়খানায় প্রবেশের পূর্বে যে দোআ পড়তে হয়

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَآئِثِ.

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট নোংরা পুরুষ জিন ও নোংরা নারী জিনদের থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।

প্রস্রাব-পায়খানা থেকে বের হয়ে যে দোআ পড়তে হয়

غُفْرَانَكَ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذٰى وَعَافَانِيْ.

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি। সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমার থেকে কষ্টদায়ক জিনিসগুলো দূর করে দিয়েছেন এবং আমাকে নিরাপদ করেছেন।

ঘর থেকে বের হওয়ার সময় যে দোআ পড়তে হয়

بِسْمِ اللّٰهِ ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ.

অর্থ: আল্লাহর নামে বের হলাম, ভরসা করলাম আল্লাহর উপর। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো শক্তি ও সামর্থ্য নেই।

ঘরে প্রবেশের সময় যে দোআ পড়তে হয়

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا.

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ঘরে প্রবেশের কল্যাণ ও ঘর থেকে বের হওয়ার কল্যাণ চাই। আল্লাহর নামে প্রবেশ করলাম, আল্লাহর নামে বের হলাম এবং আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর উপর ভরসা করলাম।

অনুশীলনী

১. মাসনুন দোয়া কাকে বলে?

২. মসজিদে প্রবেশের সময় কোন দোআ পড়তে হয়?

৩. মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় কোন দোআ পড়তে হয়?

৪. অজুর পর পড়ার দোআ মুখস্থ বল।

৫. প্রস্রাব ও পায়খানায় প্রবেশের পূর্বে কোন দোআ পড়তে হয়?

৬. প্রস্রাবখানা ও পায়খানা থেকে বের হয়ে কোন দোআ পড়তে হয়?

৭. ঘরে প্রবেশ ও ঘর থেকে বের হওয়ার সময় কোন দোআ পড়তে হয়?

৮. শূন্যস্থান পূরণ কর :

ক) দোআ ইবাদতের------------- ।

খ) প্রিয়নবি (ﷺ)-এর শেখানো দোআসমূহকে --------------- বলা হয়।

গ) আল্লাহর নিকট চাইলে আল্লাহ ----------- হন।

ঘ) কুরআন মাজিদে অনেক সুন্দর সুন্দর --------- রয়েছে।

ঙ) মহানবি (ﷺ) এর শেখানো ------- জানব এবং নিয়মিত -------গড়ে তুলব।

শিক্ষক নির্দেশিকা

আকাইদ ও ফিকহ বিষয়টি শিক্ষার্থীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, বিষয়টি আকিদা ও আমল সম্পর্কিত। শৈশবে অন্তরে যে বিশ্বাস গ্রোথিত হয় এবং আমলের যে অভ্যাস গড়ে ওঠে তা ভবিষ্যত জীবনে মানুষের চলা-ফেরা, আচার-আচরণ ও কাজ-কর্মে মূর্ত হয়ে ওঠে। তাই শিক্ষার্থীদের আকাইদ ও ফিকহ পাঠদানে সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া বাঞ্ছনীয়। একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক হিসেবে আপনার জানা আছে কোন পদ্ধতিতে কচি-কাঁচাদের আকিদা ও আমলের বিষয়গুলো বুঝিয়ে দিবেন এবং তাদের বাস্তব জীবনে এগুলো কার্যকরি করার অভ্যাস গড়ে তোলার প্রয়াস চালাবেন। তবুও এখানে আমরা কিছু পরামর্শ উপস্থাপন করছি।

১। আকাইদ ও ফিকহ বিষয়টির প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় 'আকাইদ', তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় 'ফিকহ' এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায় 'আখলাক ও দোআ' এ তিনটি অংশে বিভক্ত। তিনটি বিষয়ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আকাইদ অংশে সন্নিবেশিত ইমানের মৌলিক বিষয় তথা কালিমাগুলো সহিহ উচ্চারণে শিক্ষার্থীদের মুখস্থ করাবেন। তাওহিদের বিষয়টি বুঝিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি ও কুদরতের বিভিন্ন নিদর্শন শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করতে পারেন। এতে তারা বিষয়টি সহজে বুঝতে পারবে।

২। ফিকহ অংশের বিষয়গুলো মুখস্থ করানোর সাথে সাথে হাতে-কলমে দেখিয়ে দিবেন। যাতে অজু, গোসল, তায়াম্মুম ও সালাতের পদ্ধতি প্রত্যেক শিক্ষার্থী যথাযথভাবে শিখতে পারে এবং বাস্তব জীবনে আমল করতে পারে।

৩। চারিত্রিক গুণাবলি সৃষ্টির জন্য পঞ্চম অধ্যায়ে যেসব বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে সেগুলো বিভিন্ন উদাহরণ ও বাস্তব ঘটনার মাধ্যমে বুঝানোর চেষ্টা করবেন এবং নিজ জীবনে তা প্রয়োগ করার জন্য শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবেন।

৪। ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রয়োজনীয় দোআসমূহ সহিহ উচ্চারণে মুখস্থ করাবেন এবং দৈনন্দিন জীবনে সেগুলো কার্যকর হচ্ছে কিনা তার খোঁজ-খবরও নিবেন।

৫। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার জন্য নির্দেশ (যেমন টিক চিহ্ন দাও) লেখা থাকলেও পাঠ্যপুস্তকে শিক্ষার্থীদের লিখতে নিষেধ করাই ভালো। সকল প্রশ্নের উত্তর তাদেরকে পৃথক খাতায় লিখতে বলবেন।

৬। যে বিষয়টি পড়ানো হবে পূর্বেই তা পড়ে নিলে ভালো হয়। এতে পাঠ উপস্থাপন সহজ হবে।

সমাপ্ত